রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ২৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

নং **৬৭ (মু: ও প্র:)**।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্দারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং-৬৭, ২০২৫

জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ অনুসারে সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত কতিপয় প্রস্তাবের বিষয়ে জনগণের সম্মতি রহিয়াছে কি না তাহা যাচাইয়ের জন্য গণভোটের বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-জনতার সফল গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রকাশিত জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত কতিপয় প্রস্তাবের বিষয়ে জনগণের সম্মতি রহিয়াছে কি না তাহা যাচাইয়ের জন্য গণভোটে উপস্থাপন করিবার লক্ষ্যে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ প্রণয়ন ও জারি করা হইয়াছে;

যেহেতু জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ অনুসারে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য আইন প্রণয়নের নির্দেশনা রহিয়াছে;

মূল্য : টাকা ১৬.০০

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন, যথা:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) **"কমিশন"** অর্থ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্বাচন কমিশন;

(খ) **"গণভোট"** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন অনুষ্ঠিতব্য গণভোট;

(গ) **"জুলাই জাতীয় সনদ"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের উদ্যোগে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ এবং উক্ত কমিশন কর্তৃক স্বাক্ষরিত জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫;

(ঘ) **"ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন"** অর্থ এই অধ্যাদেশ জারির অব্যবহিত পর অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন;

(ঙ) **"প্রিজাইডিং অফিসার"** অর্থ ধারা ৬ এর অধীন নিয়োগকৃত প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনকারী কোনো সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) **"পোলিং অফিসার"** অর্থ ধারা ৬ এর অধীন নিয়োগকৃত পোলিং অফিসার;

(ছ) **"বিধি"** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;

(জ) **"ভোটার তালিকা"** অর্থ ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা;

(ঝ) **"ভোটার"** অর্থ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(ঞ) **"রিটার্নিং অফিসার"** অর্থ ধারা ৫ এর অধীন নিয়োগকৃত রিটার্নিং অফিসার;

(ট) **"সহকারী রিটার্নিং অফিসার"** অর্থ ধারা ৫ এর অধীন নিয়োগকৃত সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৩। **গণভোটের প্রশ্ন।**—গণভোটে নিম্নরূপ একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করা হইবে—

"আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন? "; (হ্যাঁ/ না):

(ক) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হইবে।

(খ) আগামী জাতীয় সংসদ হইবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হইবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হইবে।

(গ) সংসদে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হইতে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে ঐকমত্য হইয়াছে- সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকিবে।

(ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে।

৪। **ভোটকেন্দ্র।**—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যে সকল ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হইবে সেই সকল ভোটকেন্দ্রে গণভোট অনুষ্ঠিত হইবে।

৫। **রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ।**—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য কমিশন কর্তৃক যে সকল রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ও অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করা হইবে সেই সকল রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ।**—(১) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যে সকল প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণ নিযুক্ত হইবেন সেই সকল প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথে একই সময়ে গণভোট গ্রহণ কার্য পরিচালনা করিবেন এবং ভোটকেন্দ্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং তাহার মতে ভোট গ্রহণে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ ঘটনা সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৩) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসারের সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন যে সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব কমিশন কর্তৃক নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে বা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক তাহার উপর অর্পণ করা হইবে।

(৪) যদি অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত না থাকেন বা তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্য হইতে একজনকে প্রিজাইডিং অফিসারের স্থলে কাজ করার ক্ষমতা অর্পণ করিবেন।

(৫) ভোট গ্রহণ চলাকালীন যে কোনো সময় সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যে কোনো প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৭। **ভোটার ও ভোটার তালিকা।**—(১) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা হইবে গণভোটের ভোটার তালিকা।

(২) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট সরবরাহকৃত প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য ভোটদানের অধিকারী ভোটারগণের নাম সংবলিত ভোটার তালিকা গণভোটের ভোটার তালিকা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

(৩) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য বৈধ ভোটারগণ গণভোট প্রদানের অধিকারী হইবেন।

৮। **গণভোট গ্রহণের সময়।**—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের সময় হইবে গণভোটের ভোট গ্রহণের সময়।

৯। **মুলতবি ভোটগ্রহণ।**—(১) যদি প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণে ভোটগ্রহণ বাধাগ্রস্ত বা ব্যহত হয়, তাহা হইলে তিনি ভোট গ্রহণ স্থগিত বা বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন, এবং তৎসম্পর্কে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে অনতিবিলম্বে অবহিত করিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার অনতিবিলম্বে তৎসংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অন্যান্য ভোটকেন্দ্রের ফলাফল দ্বারা গণভোটের ফলাফল নির্ধারণ করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে কমিশন উক্ত ভোটকেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কমিশন কোনো ভোটকেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণের নির্দেশ দিলে, রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার যথাশীঘ্র সম্ভব ভোট গ্রহণের তারিখ, স্থান ও সময় নির্ধারণ করিয়া একটি গণ-বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

১০। **গোপন ব্যালটের মাধ্যমে গণভোট গ্রহণ।**—(১) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে গণভোট অনুষ্ঠিত হইবে এবং ৩ ধারায় উল্লিখিত প্রশ্নটিতে জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একক ব্যালটের মাধ্যমে প্রত্যেক ভোটার ভোটদান করিবেন।

(২) গণভোটের ব্যালট ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট হইতে পৃথক ও ভিন্ন রঙের হইবে।

১১। **ভোটদান পদ্ধতি।**—(১) এই অধ্যাদেশে বর্ণিত বিষয় ব্যতীত ভোট প্রদানের অন্যান্য পদ্ধতির বিষয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গণভোট অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) যে প্রশ্নটিতে গণভোট অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই প্রশ্নে হ্যাঁ-সূচক ভোটদান করিতে চাহিলে একজন ভোটার ব্যালট পেপারে মুদ্রিত হ্যাঁ-সূচক ঘরে এবং না-সূচক ভোটদান করিতে চাহিলে না-সূচক ঘরে কমিশন কর্তৃক ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যে সিলমোহর নির্ধারণ ও সরবরাহ করা হইবে সেই একই সিলমোহর দ্বারা নিজ ভোট প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের পর ভোটার ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করিয়া নির্ধারিত স্থানে রক্ষিত ব্যালট বাক্সে উহা প্রবেশ করাইবেন।

১২। **ব্যালট বাক্স।**—(১) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত, নির্ধারিত এবং সরবরাহকৃত ব্যালট বাক্স ভোট গ্রহণের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সরবরাহকৃত একই ব্যালট বাক্স গণভোটের ব্যালট বাক্স হিসাবে ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সরবরাহ করিবেন।

(৩) গণভোট গ্রহণ শুরুর নির্ধারিত সময়ের অন্যূন অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার—

(ক) নিশ্চয়তা বিধান করিবেন যে, ব্যবহৃতব্য ব্যালট বাক্সগুলি সম্পূর্ণ শূন্য;

(খ) শূন্য ব্যালট বাক্সগুলি গালার সাহায্যে সিল করিবেন;

(গ) ভোটারগণ যাহাতে সহজভাবে ভোটদান করিতে পারেন সেইভাবে ভোটকেন্দ্রে সকলের দৃষ্টি সীমার মধ্যে ব্যালট বাক্সগুলি স্থাপন করিবেন।

(৪) একটি ব্যালট বাক্স ভরিয়া গেলে অথবা উহা আর ব্যবহার করা না গেলে প্রিজাইডিং অফিসার সেই ব্যালট বাক্সটি গালার দ্বারা সিল করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিবেন এবং অন্য একটি ব্যালট বাক্স উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করিবার জন্য স্থাপন করিবেন।

১৩। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ, ভোটকেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষা ও নষ্ট বা বাতিল ব্যালট পেপার।**— ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ, ভোটকেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষা ও নষ্ট বা বাতিল ব্যালট পেপার বিষয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান গণভোটের ক্ষেত্রে যতদূর প্রয়োজনীয় সেইভাবে প্রযোজ্য হইবে।

১৪। **ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি।**—(১) ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পর প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের পক্ষে নিয়োজিত এজেন্টদের উপস্থিতিতে—

(ক) ব্যবহারকৃত ব্যালট বাক্সগুলি খুলিয়া সমগ্র ব্যালট পেপার বাহির করিবেন;

(খ) ভোটদানকৃত হ্যাঁ-সূচক ও না-সূচক ব্যালট পেপারসমূহ পৃথক করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গণনা করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ভোট গণনা হইতে সেই সকল ব্যালট পেপার বাদ দিতে হইবে যে সকল ব্যালট পেপারে—

(ক) হ্যাঁ-সূচক বা না-সূচক ঘরে ভোট দেওয়া হয় নাই এবং প্রিজাইডিং অফিসারের অনুস্বাক্ষর নাই;

(খ) ভোটার কোন ঘরে ভোট দিয়াছেন তাহা সুনির্দিষ্টভাবে বুঝা না যায়:

তবে শর্ত থাকে যে, সিলমোহরের বেশী অংশ যে ঘরে পড়িবে ভোটার সেই ঘরে ভোট দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং সিলমোহর উভয় ঘরে সমানভাবে পড়িলে, সেই ভোট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোট গণনা একই সাথে করা যাইবে।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার হ্যাঁ-সূচক ও না-সূচক ঘরে ভোট দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ পৃথক পৃথক প্যাকেটে রাখিয়া প্যাকেটসমূহ গালা দ্বারা সিলমোহর করিবেন এবং প্রত্যেক প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা এবং কাগজপত্রাদির বিবরণ প্যাকেটের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যয়ন করিবেন।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারগুলি গণনা করিয়া পৃথক প্যাকেটে রাখিবেন এবং প্যাকেটটি গালা দ্বারা সিলমোহর করিবার পর প্যাকেটে রক্ষিত কাগজপত্রাদির বিবরণ প্যাকেটের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যয়ন করিবেন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গণনা সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পর হ্যাঁ-সূচক ব্যালট পেপারকে সম্মতিসূচক এবং না-সূচক ব্যালট পেপারকে অসম্মতিসূচক ভোট হিসাবে গণনা করিয়া উহার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

(৬) এই ধারার বিধান অনুযায়ী ভোট গণনা সমাপ্ত হইবার পর প্রিজাইডিং অফিসার কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত হিসাব বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সন্নিবেশ করিবেন, যথা:—

(ক) তাহাকে প্রদত্ত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা;

(খ) ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা;

(গ) অব্যবহৃত, নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা; এবং

(ঘ) অবৈধ বা গণনা বহির্ভূত ব্যালট পেপারের সংখ্যা।

(৭) প্রিজাইডিং অফিসার পৃথক পৃথক প্যাকেটে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি গালার দ্বারা সিলমোহর করিবেন, যথা:—

(ক) অব্যবহৃত ব্যালট পেপার;

(খ) নষ্ট বা বাতিলকৃত ব্যালট পেপার;

(গ) ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত এবং চিহ্নিত ভোটার তালিকা;

(ঘ) ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র;

(ঙ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি।

(৮) পূর্বোক্ত বিধানসমূহের অধীন কার্যক্রম সমাপ্ত হইবার পর প্রিজাইডিং অফিসার তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত ভোট গণনার বিবরণী, ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণীর প্যাকেটসমূহ, এবং কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য রেকর্ডপত্র, যদি থাকে, সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৫। **ফলাফল একীভূতকরণ।**—(১) ধারা ১৪ এর বিধান মোতাবেক প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হইতে প্রস্তুতকৃত ভোট গণনার বিবরণী, ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য প্যাকেটসমূহ প্রাপ্তির পর সহকারী রিটার্নিং অফিসার, যদি সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন সেক্ষেত্রে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের একজন করিয়া প্রতিনিধির সম্মুখে, ভোট গণনার ফলাফল একীভূত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ফলাফল একীভূতকরণের পূর্বে সহকারী রিটার্নিং অফিসার গণনা-বহির্ভূত ব্যালট পেপারসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং উহাদের মধ্যে কোনো ব্যালট পেপার বৈধ বলিয়া তাহার নিকট প্রতীয়মান হইলে উহা বৈধ ভোটের সহিত যোগ করিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোনো ভোটকেন্দ্রের ভোট গ্রহণ বন্ধ রাখা হয় সেক্ষেত্রে সহকারী রিটার্নিং অফিসার বন্ধ ঘোষিত ভোটকেন্দ্রের ফলাফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশিষ্ট ভোটকেন্দ্রসমূহের ফলাফল একীভূত করিবেন।

(২) সহকারী রিটার্নিং অফিসার যে সকল ভোট বাতিল করিবেন সেইগুলি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিয়া পৃথক প্যাকেটে রাখিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে ফলাফল একীভূতকরণের পর সহকারী রিটার্নিং অফিসার কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ভোট গণনার ফলাফল রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) ফলাফল একীভূতকরণের উদ্দেশ্যে যে সকল বিবরণী ও প্যাকেটসমূহ সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে খুলিতে হইবে, ফলাফল একীভূতকরণের বিবরণী প্রস্তুত করিবার পর তিনি সেই সকল বিবরণী ও প্যাকেটসমূহ গালা দ্বারা পুনরায় সিলমোহর করিবেন।

১৬। **ফলাফল একীভূতকরণ ও ঘোষণা।**—(১) ফলাফল একীভূতকরণের বিবরণী ধারা ১৫ অনুযায়ী সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণের নিকট হইতে প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রিটার্নিং অফিসার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ফলাফল একীভূত করিবেন এবং বন্ধ ঘোষিত ভোটকেন্দ্র ব্যতিরেকে গণভোটের ফলাফল একীভূত করিয়া কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী গণভোটের ফলাফলের বিবরণী প্রস্তুত করিবার পর রিটার্নিং অফিসার প্রস্তুতকৃত ফলাফলের বিবরণী কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ফলাফলের বিবরণীসমূহ রিটার্নিং অফিসারগণের নিকট হইতে প্রাপ্তির পর কমিশন উক্ত ফলাফলসমূহের ভিত্তিতে গণভোটের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করিবে এবং তা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ধারা ৯ অনুযায়ী কমিশন পুনরায় ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেইক্ষেত্রে পুনরায় ভোটগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল বিবেচনা করিয়া কমিশন গণভোটের ফলাফল ঘোষণা ও প্রকাশ করিবে।

১৭। **পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ।**—গণভোট পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমেও গ্রহণ করা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত বিধিবিধান ও কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে।

১৮। **কমিশনের আদেশ জারি করিবার ক্ষমতা।**—সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা এবং এই অধ্যাদেশ ও বিধির বিধানাবলি অনুযায়ী গণভোট অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিশন, উহার মতে, প্রয়োজনীয় যে কোনো নির্দেশাবলি জারি এবং উহার অধীনস্থ যে কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক এই অধ্যাদেশ ও বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত যে কোনো আদেশ ও নির্দেশ পুনর্বিবেচনা এবং তৎসম্পর্কে কোনো অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদানের ক্ষমতাসহ যে-কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১৯। **নির্বাচন কমিশনের পরিপত্র জারি করার ক্ষমতা।**—(১) এই অধ্যাদেশ ও বিধির বিধানাবলি অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের গণভোট অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিপত্র জারি করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন করা প্রয়োজন অথচ ইহার জন্য পর্যাপ্ত কোনো বিধান নাই, এইরূপ ক্ষেত্রে কমিশন স্বীয় বিবেচনায় পরিপত্র জারির মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

২০। **কমিশনকে সহায়তা প্রদান।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন আদেশ দ্বারা যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে যে কোনো দায়িত্ব পালন ও সহায়তা প্রদান করার জন্য বাধ্য করিতে পারিবে।

(২) সরকারের সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কমিশনকে উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে সরকার, কমিশনের চাহিদা মতো, প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করিবে।

২১। **অপরাধ, দণ্ড ও বিচার পদ্ধতি।**—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান মোতাবেক যেসব কার্য অপরাধ ও নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য, একই ধরনের কার্য গণভোটের ক্ষেত্রেও যতদূর প্রযোজ্য, অপরাধ ও আচরণবিধির লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং এরূপ ক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান প্রয়োগ করিয়া এখতিয়ারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত অপরাধের বিচার এবং আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

২২। **দায়মুক্তি।**—এই অধ্যাদেশ বা কোনো বিধি বা উহার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক সরল বিশ্বাসে কৃত বা অভিপ্রেত কোনো কিছুর জন্য কমিশন বা অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

২৩। **বিধি প্রণয়ন।**—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

তফসিল
[ধারা ৩ দ্রষ্টব্য]

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এর যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হইয়াছে

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
১।	১	**ভাষা:** প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে বাংলা। সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত অন্যান্য সকল ভাষাকে দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।
২।	২	**বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয়:** বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২)-এ বর্ণিত 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন' বিধানটি নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে: "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলিয়া পরিচিত হইবেন।"
৩।	৪	**সংবিধান বিলুপ্তি ও স্থগিতকরণ ইত্যাদির অপরাধ:** সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা হবে।
৪।	৫	**ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) সংশোধন করা হবে এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম ও ৬ষ্ঠ তফসিল সংবিধানে রাখা হবে না।
৫।	৬	**জরুরি অবস্থা ঘোষণা:** (১) বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বা মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে। (২) জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতা অথবা তার অনুপস্থিতিতে বিরোধীদলীয় উপনেতার উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (৩) জরুরি অবস্থাকালীন নাগরিকের দুইটি অধিকার অলঙ্ঘনীয় করার লক্ষ্যে এ মর্মে বিধান করা হবে যে, "অনুচ্ছেদ ৪৭ক-এর বিধান সাপেক্ষে কোনো নাগরিকের (ক) জীবনের অধিকার (Right to life) এবং (খ) বিচার ও দন্ড সম্পর্কে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫-এ বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ খর্ব করা যাবে না।"
৬।	৮	**সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি-গোষ্ঠী, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।
৭।	৯	**মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সম্প্রসারণ:** নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, সেগুলোর সুরক্ষা এবং বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাবগুলো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হবে, যাতে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং ভবিষ্যতে জনপ্রতিনিধিরা সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও আইনি বিধানাবলি পরিবর্তন করতে পারেন।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
৮।	১০	**রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী আইনসভার উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৪)-এ বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ এবং রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না।
৯।	১২	**রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। আইনসভার নিম্নকক্ষে অভিশংসন প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে প্রেরণ এবং উচ্চকক্ষে শুনানির মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
১০।	১৩	**রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যে-কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে তিনি উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। সংশ্লিষ্ট আইনে এরূপ বিধান রাখা হবে যে, এরূপ কোনো আবেদন বিবেচনার পূর্বে মামলার বাদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সম্মতি গ্রহণ করা হবে।
১১।	১৪	**প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ:** একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদ বা যত বারই হোক সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর থাকতে পারবেন, এজন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে।
১২।	১৭	**আইনসভা গঠন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বাংলাদেশে একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে, যা নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) সমন্বয়ে গঠিত হবে।
১৩।	২০	**উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, উচ্চকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতার অনুরূপ হবে।
১৪।	২১	**জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব:** জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ (একশত) আসনে উন্নীত করা হবে।
১৫।	২২	**জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির পদ্ধতি:** (ক) বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০ (পঞ্চাশ) টি আসন বহাল রেখে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫(৩)-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে। (খ) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিদ্যমান ৩০০ (তিনশত) সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে, তবে এটি সংবিধানে উল্লেখ করা হবে না। (গ) পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো ন্যূনতম ১০ (দশ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
		(ঘ) এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩৩ (তেত্রিশ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত রাখবে। (ঙ) সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন অব্যাহত রেখে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনী (যা ৮ জুলাই ২০১৮ সালে সংসদে পাশ হয়)-এর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২৫ (পঁচিশ) বছর বৃদ্ধি করা হয়, হিসাব অনুযায়ী তা ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে; তবে সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ৩৩ (তেত্রিশ) শতাংশ নারী প্রার্থিতার লক্ষ্য ২০৪৩ সালের আগেই যদি অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান নির্ধারিত সময়ের আগেই বাতিল হয়ে যাবে।
১৬।	২৩	**ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, আইনসভার উভয় কক্ষে একজন করে ডেপুটি স্পিকার সরকারদলীয় সদস্য ব্যতীত অপর সদস্যদের মধ্য হতে মনোনীত করা হবে।
১৭।	২৪	**সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির সভাপতি পদে বিরোধীদলীয় সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া, জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে সংসদে আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে।
১৮।	২৭	**প্রতি জনশুমারি বা দশ বছর পর পর সীমানা পুনঃনির্ধারণ:** প্রতি জনশুমারি বা অনধিক ১০ (দশ) বছর পরে সংসদীয় নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯-এর দফা ১-এর (গ)-এর শেষে বর্ণিত "এবং" শব্দটির পর 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি অস্থায়ী বিশেষায়িত কমিটি গঠনের বিধান' যুক্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ (সর্বশেষ ২০২৫ সালে সংশোধিত)-এর ধারা ৮(৩)-এর সঙ্গে যুক্ত করে উক্ত কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হবে।
১৯।	২৮	**আপীল বিভাগ থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫-এর বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন।
২০।	২৯	**আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ:** (১) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগদান করবেন। (২) তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬-এর অধীন কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান থাকলে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
২১।	৩০	**আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, "আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক, সময়ে সময়ে, আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা যাবে।"
২২।	৩৩	**বিচার বিভাগের স্বাধীনতা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হবে।
২৩।	৩৪(ক)	**বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ:** সুপ্রীম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ: রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি, সময়ে সময়ে, যে সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন তার পরিবর্তে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হবে।
২৪।	৩৬	**বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ:** অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা হবে।
২৫।	৩৭	**স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সংবিধানের অধীনে সুপ্রীম কোর্ট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন করা হবে।
২৬।	৩৮	**নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ:** বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮(১) সংশোধনপূর্বক এরূপ যুক্ত করা হবে যে, (ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচন কমিশনারগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। নির্বাচন কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপে গঠিত একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে: (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই/Selection কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) প্রধানমন্ত্রী, (৪) বিরোধী দলের নেতা, এবং (৫) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসেবে আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি। এই বাছাই/Selection কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণের নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বিদায়ী নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে (যেখানে নির্বাচন কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রার্থী অনুসন্ধানের পদ্ধতি, প্রাধিকার ও কর্মপদ্ধতির উল্লেখ থাকবে) 'ইচ্ছাপত্র' ও প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আহ্বান করাসহ কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে উপযুক্ত প্রার্থী অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। (খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের 'জীবনবৃত্তান্ত' স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই করত সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত প্রতিটি পদের বিপরীতে ১ (এক) জন করে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। (গ) স্পিকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদ সচিবালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

নং	সনদের ক্রমিক	জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাব
		(ঘ) বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮-এর দফা (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬) অপরিবর্তিত থাকবে। (ঙ) অনুচ্ছেদ ১১৮(৫)-এর সাথে এরূপ যুক্ত হবে: 'এতদ্ব্যতীত জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণের জবাবদিহিতার জন্য আইন প্রণয়ন ও আচরণবিধি প্রণয়ন করা হবে।'
২৭।	৪৩	**সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধন:** বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হবে: রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারবেন না এবং অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হবে।
২৮।	৪৪	**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
২৯।	৪৭	**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। তবে প্রাক্কলিত তহবিল যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষে পাঠাতে হবে।
৩০।	৪৮	**সংসদ, সংসদের কমিটি এবং সদস্যদের অধিকার, অধিকারের সীমা ও দায় সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৮ (৫) সংশোধন সাপেক্ষে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার, অধিকারের সীমা এবং দায় নির্ধারণ করা হবে।

তারিখ: ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৫ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ সাহাবুদ্দিন
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd